তারিখ 21 DEC 2017
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

কালের কণ্ঠ

সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠক

প্রাথমিকে প্রশ্ন ফাঁসের দায় সরকারের নয়!

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

প্রাথমিকের বিভিন্ন শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের দায় সরকারের নয় বলে মনে করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। কমিটির সভাপতি মো. মোতাহার হোসেন বলেছেন, 'কিভাবে প্রশ্ন ফাঁস হয় তা আমরা জানি না। প্রাথমিকের প্রশ্ন উপজেলা পর্যায়ে স্কুলভিত্তিক তৈরি করা হয়। এই প্রশ্ন ফাঁসের দায় সরকারের নয়।' গতকাল বুধবার জাতীয় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত সংসদীয় কমিটির বৈঠক শেষে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন কমিটির সভাপতি। তিনি আরো জানান, মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের তথ্য-প্রযুক্তি দক্ষতা নিয়ে সন্তুষ্ট নয় কমিটি। এই দক্ষতা বাড়াতে প্রশিক্ষণ আয়োজনের সুপারিশ করা হয়েছে কমিটির বৈঠকে। একই সঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের জন্য স্বতন্ত্র কর্মকমিশন (বিপিএসসি) গঠনের কার্যক্রম দ্রুত করতে বলা হয়েছে। এ ছাড়া চলমান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত শেষ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় (পিইসি) প্রশ্ন ফাঁস হয়নি দাবি করে সাবেক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোতাহার হোসেন বলেন, 'আমি প্রতিমন্ত্রী থাকা অবস্থায় প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে কি না তা প্রমাণের জন্য টাকা দিয়ে ১২ সেট প্রশ্ন কিনেছিলাম। কিন্তু পরে দেখা যায় তার একটাও মেলেনি। তবু আজও প্রশ্ন ফাঁস রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।' এ সময় কমিটির সদস্য আ খ ম জাহাঙ্গীর হোসাইন বলেন, 'প্রাথমিকের বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্ন স্থানীয় শিক্ষক সমিতির মাধ্যমে প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। এখানে প্রশ্ন ফাঁসে সরকার বা মন্ত্রণালয়ের কোনো দায়বদ্ধতা নেই। তবে প্রশ্ন ফাঁসের পরে সংশ্লিষ্ট উপজেলাগুলো পরীক্ষা বাতিল করায় তাদের ধন্যবাদ জানাই।'

বৈঠকে অংশ নেন কমিটির সদস্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান, আ খ ম জাহাঙ্গীর হোসাইন, সামশুল হক চৌধুরী, নজরুল ইসলাম বাবু, আলী আজম, মোহাম্মদ ইলিয়াছ ও বেগম উম্মে রাজিয়া কাজল। এ সময় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিবসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

কমিটি সূত্র জানায়, বৈঠকে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রদানের নীতিমালাও সংশোধনের সুপারিশ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন, বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ টুর্নামেন্টের বার্ষিক বরাদ্দ বৃদ্ধিকরণ, স্কাউট, স্টুডেন্ট কাউন্সিল ও পিয়ানো বাজানো শিক্ষাক্রম চালু রাখা, স্লিপার, দোলনা রক্ষণাবেক্ষণ এবং ওয়াস ব্লক নির্মাণ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার কথাও বলেছে কমিটি। এ ছাড়া আগামী জানুয়ারি মাসে বই বিতরণ উৎসব সপ্তাহে পিইসি (প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা) ও জেএসসি (জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট) পরীক্ষা অব্যাহত রাখার বিষয়ে ইতিবাচক প্রচারণার সুপারিশ করেছেন কমিটির সদস্যরা। সেই সঙ্গে সাঁওতালসহ অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর নিজস্ব বাসায় পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ এবং তা বিতরণের কাজও আগামী মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে বলা হয়েছে।

সম্প্রতি বেশ কয়েকটি জেলায় প্রাথমিকের বিভিন্ন শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে। এর আগে পিইসি পরীক্ষায়ও কয়েকটি বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়।